যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬...

রাবিতে ৪৮ বছরে সহস্রাধিক তদন্ত কমিটি বিচার বা শাস্তি হয়নি একজনেরও

সমীর দে, *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময় সংঘটিত সন্ত্রাস ও দুর্নীতির ঘটনা, প্রশাসনিক অনিয়ম এবং শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন অভিযোগ তদন্তের জন্য হাজারো কমিটি হলেও সেসব কমিটির রিপোর্ট এবং সুপারিশ অনুসারে কারও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়ার নজির নেই। ১৯৫৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর গত ৪৮ বছরে সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনা তদন্তের জন্য হাজারের অধিক কমিটি গঠিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কমিটির কার্যক্রম কিংবা তদন্ত প্রতিবেদন ধামাচাপা পড়ে গেছে। গতানুগতিকভাবে একই অবস্থা হয়েছে ১৬ ফেব্রুয়ারি সন্ত্রাসী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি শিবির-গ্রামবাসী ও পরে ছাত্র-গ্রামবাসীর সংঘর্ষে দেড়শ ব্যক্তি আহত হয়। শিবিরের সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যায় সংলগ্ন স্টেশন বাজারে আগুন লাগিয়ে প্রায় ৩০০ দোকান ও মেহেরচণ্ডি গ্রামের অর্ধশত বাড়ি পুড়িয়ে ফেলে। এ ঘটনায় সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় সিন্ডিকেট সদস্য ও আমীর আলী হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মোখলেসুর রহমানকে আহ্বায়ক করে ছয় সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। ওই কমিটিকে দুই মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়। গত ১৭ এপ্রিল কমিটির দুই মাস মেয়াদ শেষ হলেও তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মোখলেসুর রহমান গতকাল শুক্রবার যুগান্তরকে জানান, তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। তিনি জানান, কমিটির প্রাথমিক কাজ সাক্ষাৎকার ও লিখিত বক্তব্য নেয়া শেষ হয়েছে। আজ (শনিবার) থেকে রিপোর্ট তৈরির কাজ শুরু করবেন। আগামী ৫ মে সিন্ডিকেটের সভার আগেই তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে পারবেন বলে অধ্যাপক মোখলেস আশাবাদী।

ঐ ঘটনায় গ্রামবাসী, স্টেশন বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ছাত্রলীগ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা পৃথক পৃথকভাবে বোয়ালিয়া ও মতিহার থানায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা শিবিরের দুই শতাধিক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে ৭টি মামলা দায়ের করে। এর প্রত্যেকটিতেই বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি হেলাল উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ খান নুনকে প্রধান ও দ্বিতীয় আসামি করা হয়েছে। মামলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিবিরের নেতাকর্মীরা হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নেয়ায় পুলিশ তাদের গ্রেফতার করতে পারছে না।

অপরদিকে, ছাত্রশিবির বাদী হয়ে স্থানীয় সিএমএম আদালতে ছাত্রলীগ, যুবলীগ, ব্যবসায়ী ও গ্রামবাসীসহ ২৭১ জনের নাম উল্লেখসহ ৫টি পৃথক মামলা দায়ের করে। এর মধ্যে চারটি জননিরাপত্তা আইনে। এই মামলায় আদালত তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বোয়ালিয়া ও মতিহার থানাকে নির্দেশ দিয়েছে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ২৪ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। ব্যবসায়ীরা নতুন করে আশায় বুক বেঁধে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন।